10

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 19 SEP 1995
পৃষ্ঠা 7 কলাম 8

এসএসসি পরীক্ষা

ঢালাও '৩৮' নম্বর প্রদানের ঘটনা তদন্তে কমিটি

রেজানুর রহমান।। ঢাকা বোর্ডের এস এস সি পরীক্ষায় ইংরেজী দ্বিতীয় পত্রের নৈর্ব্যক্তিক অংশের খ সেটে ৩৮ নম্বর প্রদানের ঘটনায় তদন্ত কমিটি গঠন করা হইয়াছে। কমিটির প্রাথমিক তদন্তে দেখা গিয়াছে পরীক্ষা কর্মকাণ্ডে জড়িত কতিপয় ব্যক্তির ত্রুটির কারণে অনেক ছাত্র-ছাত্রী মেধা অনুযায়ী নম্বর পায় নাই। এই ব্যাপারে জড়িত থাকার

(শেষ পৃঃ ১-এর কঃ দ্রঃ)

এসএসসি পরীক্ষা

(১ম পৃঃ পর)

অভিযোগে ইতিমধ্যেই কয়েকজনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করা হইয়াছে। তদন্তে দেখা গিয়াছে ৩৮ নম্বরের জটিলতা দূর হইলে বেশ কিছু ছাত্র-ছাত্রী মেধাতালিকায় স্থান পাইবে। ২৮শে সেপ্টেম্বর এস এস সি পরীক্ষায় মেধাস্থান দখলকারীদের সরকারীভাবে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হইবে। কাজেই ইহার পূর্বেই যথাসম্ভব ৩৮ নম্বরের জটিলতা দূর করার জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয় ঢাকা বোর্ড কর্তৃপক্ষকে মৌখিক নির্দেশ দিয়াছে।

ছাত্র-ছাত্রী ও অভিভাবকদের অভিযোগ : ইংরেজী দ্বিতীয় পত্রের নৈর্ব্যক্তিক অংশে খ সেট প্রাপ্তরা সকলেই ৩৮ নম্বর পাইয়াছে। রাজধানীর গভঃ ল্যাবরেটরী হাইস্কুল, ধানমণ্ডি বয়েজ এণ্ড গার্লস স্কুল, ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটি স্কুল, সেন্ট যোসেফ, আইডিয়াল স্কুলসহ বিভিন্ন নামকরা স্কুলের মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের অনেকের ভাগ্যেই এই ঘটনা ঘটিয়াছে। অভিযোগ উঠিয়াছে বোর্ডের ৬৫ হাজার ছাত্র-ছাত্রী এই বিড়ম্বনার শিকার।

বোর্ডের একজন দায়িত্বশীল কর্মকর্তা জানান, এই ব্যাপারে লিখিতভাবে আবেদন করিয়াছে ৫৩১ জন। অভিযোগ সঠিক প্রমাণিত হইলে ইহাদের অনেকেই মেধা তালিকায় স্থান পাইবে। এই ক্ষেত্রে নূতন করিয়া মেধা তালিকা প্রণয়ন করিতে হইবে।

এস এস সি পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের পর ৩৮ নম্বরের সমস্যা নিয়া ছাত্র-ছাত্রী ও অভিভাবকদের পক্ষ হইতে বিভিন্নভাবে বোর্ডের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করা হয়। প্রথমদিকে বোর্ড কর্তৃপক্ষ এই ব্যাপারে তেমন গুরুত্ব দেয় নাই। অভিযোগ করিতে গিয়া অনেকে নিরাশ হইয়াছেন। এক পর্যায়ে অভিভাবকদের পক্ষ হইতে শিক্ষামন্ত্রী ও শিক্ষা সচিবের নিকট আবেদন করা হইলে বোর্ডের টনক নড়ে। বোর্ড স্বীকার করিয়াছে ৩৮ নম্বর নিয়া কিছু ত্রুটি রহিয়াছে। তবে ইহা কম্পিউটারের ভুলে হয় নাই। ঢাকা বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর ময়েজ উদ্দিন আহমেদ বলেন, বিষয়টি তদন্ত করা হইতেছে। ইতিমধ্যেই কয়েক জনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হইয়াছে। ৩০শে সেপ্টেম্বরের মধ্যে অভিযোগ গ্রহণ করা হইবে। তিনি বলেন, অনেকেই কম্পিউটারকে দোষারোপ করিতেছেন। এই অভিযোগ সত্য নয়। পরীক্ষাকার্যে অসংখ্য লোক জড়িত। এই ব্যাপারে দোষী ব্যক্তিকে অবশ্যই শাস্তি পাইতে হইবে।